যুগান্তর

তারিখ 08 APR 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বিমল সরকার

ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের বিড়ম্বনা

আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধা, সময় এবং অর্থ অপচয়ের বিষয়টি বলতে গেলে সর্বজনবিদিত। প্রতি বছর অভাবনীয় পরিমাণ মেধা, সময় ও অর্থের অপচয় হয় এখানে। সবচেয়ে বেশি অপচয় হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে। এইচএসসি পাস করার পর শুরু হয় শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর্ব। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এইচএসসি পাস করার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স এবং বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্সের প্রথমবর্ষে ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ, ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির পর ক্লাস শুরু করতে করতে ছাত্রছাত্রীদের জীবন থেকে প্রায় একটি বছর অবলীলায় খসে পড়ে। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত কলেজে ভর্তির পর বছরের পর বছর শিক্ষার্থীদের দুঃসহ বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেকবার লেখালেখি হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এসব নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক তথা সচেতন সব মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অন্ত নেই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত ডিগ্রি স্তরে সবগুলো কলেজ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেশে সরকারি-বেসরকারি সবকটি কলেজ তদারকির দায়িত্বভার ওই বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়টির ওপর ন্যস্ত হয়। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজের সংখ্যা আনুমানিক এক হাজার পাঁচশ'। এসব কলেজে ডিগ্রি (পাস), অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে ১০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রী। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বড় বড় শহরের নামিদামি কলেজগুলোতে অনার্স পড়ার সুযোগ অনেকটা সীমিত। এছাড়া উপযুক্ত মেধা ও আর্থিক অসঙ্গতির কারণেও অনেকের অনার্স পড়া হয়ে ওঠে না। ফলে এইচএসসি পাস করার পর উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে কলেজগুলোতেই ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি হয়। তাদের ভাবনা অনেকটা এরকম : বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না-ই বা মাড়ানো হল, নির্দিষ্ট সেশন সমাপনান্তে অন্তত পাস কোর্সের একটি সার্টিফিকেট তো জুটবে? কিন্তু গত ক'বছর ধরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিগ্রি পাস কোর্সের মেয়াদ, সিলেবাস ও পরীক্ষা গ্রহণের

পদ্ধতি নিয়ে ঘনঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও এক ধরনের ভীতি। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে দুই বছর মেয়াদি পাস কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি এবং ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করার পর থেকেই মোটামুটি এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বলা আবশ্যক, ৩ বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্সে সেমিস্টার সিস্টেম চালু হতে না হতেই এক বছরের সেশনজট সৃষ্টি হয়ে গেছে, যা দিন দিন কেবল বেড়েই চলেছে। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষের ডিগ্রি চূড়ান্ত পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল একসঙ্গে ১৪০০ নম্বরের এবং এ পরীক্ষাটিতে সময় লাগানো হয়েছিল পুরো ছয় মাস (কেবল তৃতীয় পরীক্ষা)। ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের বেলায় সিদ্ধান্ত হয় প্রথমবর্ষে আবশ্যিক বাংলাসহ তিনটি ঐচ্ছিক বিষয়ের মোট ৪০০ নম্বরের, দ্বিতীয়বর্ষে ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর মোট ৬০০ নম্বরের এবং তৃতীয় বা শেষ বর্ষে আবশ্যিক ইংরেজিসহ ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর মোট ৪০০ নম্বরের অর্থাৎ ৩ বছরে মোট ১৪০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। এদিকে ২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪ ও ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের কোর্স সম্পন্ন হতে না হতেই অপর এক সার্কুলারে বলা হয়, ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে আবশ্যিক ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা তৃতীয়বর্ষের পরিবর্তে দ্বিতীয়বর্ষে দিতে হবে। অর্থাৎ এখন থেকে প্রথমবর্ষে ৪০০, দ্বিতীয় বর্ষে ৪০০ (আগে ছিল ৬০০) এবং তৃতীয়বর্ষে ৬০০ (এতদিন ৪০০ ছিল) নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে।

বর্তমানে পাস কোর্সে নিয়মিত ৪টি শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করছে (২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪, ২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬)। প্রসঙ্গত ৩টি শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা চলমান ডিগ্রি পরীক্ষায় (১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়) অংশ নিচ্ছে। তাদের মধ্যে প্রথম দুটি শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীরা আজ পর্যন্তও একক পূর্ণাঙ্গ কোন সিলেবাস পায়নি। পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের পরিবর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সময় সময় কোর্স ও আংশিক সিলেবাসের যে ফটোকপি অধিভুক্ত কলেজগুলোতে পাঠায় তা অনেকটা হাস্যকর। শিক্ষার্থী তো বটেই, এমনকি অনেক শিক্ষকের কাছেও তা দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর মনে হয়।

চলমান ডিগ্রি পরীক্ষায় নিয়মিত ৩টি ব্যাচের (২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪ ও ২০০৪-২০০৫) শিক্ষার্থীদের যার যার সেশনের সিলেবাস অনুসরণ করে উত্তর লিখতে হবে। এছাড়া অনিয়মিত পরীক্ষার্থীরা ১৯৯৭-১৯৯৮ সেশনের সিলেবাস অনুসরণ করবে। ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের সব পরীক্ষা ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে গেছে। ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ৩টি ঐচ্ছিক বিষয়ের (প্রতিটির ২য় ও ৩য় পত্র) মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা দেয়ার কথা। মজার ব্যাপার হল, ওই শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের সবকটি ঐচ্ছিক বিষয়ের ২য় ও ৩য় পত্রের প্রশ্নপত্রে তাদের ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষটির কথা একেবারেই উল্লেখ নেই। এর পরিবর্তে উল্লেখ করার হয়, ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের কথা। প্রকৃতপক্ষে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের ২য় ও ৩য় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আরও এক বছর পর। শিক্ষাবর্ষ নিয়ে বিভ্রান্ত এসব পরীক্ষার্থীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ লাঘবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা দেয়নি।

ডিগ্রি চূড়ান্ত পরীক্ষাকে সামনে রেখে অধিভুক্ত কলেজগুলোতে সাধারণত জুন-জুলাই মাসে প্রতি বছর একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। চূড়ান্ত পরীক্ষাটি শুরু হয় পরের বছরের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে এবং তা চলে মোটামুটি ৩ মাস। এভাবে প্রতি বছর গড়ে পাস কোর্সের শিক্ষার্থীদের অন্তত ১০ মাস ক্লাস স্থগিত থাকে। ৩৬ মাসের (তিন বছর) কোর্স সম্পন্ন করতে যদি ৩০ মাস ক্লাস স্থগিত থাকে তাহলে সচেতন সব মহলে ভাবনার উদ্রেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেমিস্টার সিস্টেমের বেড়াজালে বন্দি হয়ে শিক্ষার্থীরা ৩ বছরের পাস কোর্স ৫ বছরেও সম্পন্ন করতে পারছে না। সেমিস্টার সিস্টেমের আওতায় পাস কোর্সের প্রথম ব্যাচটির (২০০২-২০০৩) চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হতে চলতি এপ্রিল মাস গড়িয়ে যাবে। অতঃপর ফলাফল প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গোনা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দূর করে সংশ্লিষ্টদের মন থেকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটানো। কেবল ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক নয়, গোটা জাতিরই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেয়া দরকার।

বিমল সরকার : কলেজ শিক্ষক